তারিখ 27 JAN 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

প্রথম আলো

জড়িত ছাত্রলীগ কর্মীদের বিচার দাবি শিক্ষকদের

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এক নারীকে যৌন নিপীড়ন এবং এক শিক্ষককে লাঞ্ছিত করার ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ তুলে ছাত্রলীগের তিন কর্মীর সাত দিনের মধ্যে বিচারের দাবি জানিয়েছেন শিক্ষকেরা। গতকাল মঙ্গলবার নতুন কলাভবনের শিক্ষক লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়। পরে উপাচার্যের কাছে একই দাবিতে স্মারকলিপি দেন তাঁরা।

আধিপত্য, বৈষম্য ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে শিক্ষক সমাজের ব্যানারে গতকাল বেলা আড়াইটার দিকে ওই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন দর্শন বিভাগের শিক্ষক রায়হান রাইন। তিনি বলেন, ওই ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও ছাত্রলীগের নেতারা নিপীড়কদের পক্ষে বক্তব্য দিচ্ছেন।

যৌন নিপীড়ন এবং শিক্ষক লাঞ্ছনার অভিযোগ

আগামী সাত দিনের মধ্যে শিক্ষক লাঞ্ছিত ও নির্যাতন করার ঘটনায় জড়িত ছাত্রদের আজীবন বহিষ্কার করতে হবে। যৌন নিপীড়নের ঘটনাটি নিপীড়নবিরোধী সেলে নিয়ে তদন্তের মাধ্যমে বিচার করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর, অধ্যাপক তপন কুমার সাহা বলেন, 'কারও পক্ষে অবস্থান নিইনি। ওই ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে। শিগগিরই তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে।'

অভিযুক্ত তিনজন হলেন সরকার ও রাজনীতি বিভাগের ৪০তম ব্যাচের শিক্ষার্থী আবু সায়েম, বাংলা বিভাগের ৪৩তম ব্যাচের শিক্ষার্থী জাহিদ হাসান এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের একই ব্যাচের জামশেদ আলম। তাঁরা সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-বিরুনী হল শাখার ছাত্র।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, গত বৃহস্পতিবার ক্যাম্পাসের চৌরঙ্গী মোড়ে ছাত্রলীগ কর্মী আবু সায়েমের হাতে বেড়াতে আসা এক নারী যৌন নিপীড়নের শিকার হন। এ সময় ছাত্রলীগের অপর দুই কর্মী জাহিদ হাসান ও জামশেদ আলম ওই নারীর সঙ্গের ছেলেটিকে মারধর করেন। তাঁদের থামাতে গেলে ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মোজাহিদুল ইসলাম লাঞ্ছিত হন। সায়েমের বিরুদ্ধে এর আগেও নিপীড়নের অভিযোগ রয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষক সমাজের আহ্বায়ক ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষক স্বাধীন সেন, সরকার ও রাজনীতি বিভাগের শিক্ষক নাসিম আখতার হোসাইন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।